তারিখ 17 JUL 2017 পৃঃ ... কলাম ৩

যুগান্তর

মাউশিতে কর্মকর্তাদের সভা

শিক্ষামন্ত্রীর সামনেই ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ

যুগান্তর রিপোর্ট

এমপিওভুক্তিসহ বিভিন্ন কাজে শিক্ষার মাঠ প্রশাসনে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতি চলছে। কিছু কর্মকর্তা এসব অপকর্মে জড়িত। দুর্নীতিবাজরা এমনই বেপরোয়া যে, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মানতে চায় না। অনেকেই প্রভাবশালী মহলের নাম ভাঙিয়ে চলে। রোববার মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) এক দিকনির্দেশনামূলক সভায় শিক্ষামন্ত্রীর সামনেই এমন অভিযোগ করেন খোদ সংস্থাটির মহাপরিচালকসহ সিনিয়র কর্মকর্তারা।

এ সময় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ দায়ীদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধে প্রশাসনে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারে মাউশি মহাপরিচালককে নির্দেশ দেন। মাউশির একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, শিক্ষামন্ত্রী তখন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এমপিওভুক্তি এবং মাঠপ্রশাসন নিয়ে এত অভিযোগ আছে তা আগে তাকে জানানো হয়নি কেন? এমপিওভুক্তিতে এত সমস্যা হলে সেটা ২ বছর ধরে কেন মাঠপর্যায়ে রাখা হল? শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, সমস্যা ও ব্যর্থতাগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের ব্যবস্থা নিতে হবে। এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা কোথাও দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হলে তা মাউশির মহাপরিচালক বা মন্ত্রীকে সরাসরি জানানোর জন্যও তিনি ভুক্তভোগীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় অংশ নেয়া কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে চলে এ সভা। এর মধ্যে এক ঘণ্টাই আলোচনা হয় এমপিওভুক্তি এবং শিক্ষার মাঠ প্রশাসনের অনিয়ম, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা এবং কিছু কর্মকর্তার বেপরোয়া কার্যক্রম নিয়ে। পরে মাউশি মহাপরিচালকের কক্ষে অবস্থানকালে অনানুষ্ঠানিকভাবেও ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

শিক্ষামন্ত্রীর সামনে দুর্নীতির অভিযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কয়েকজন কর্মকর্তা শিক্ষামন্ত্রীকে এমপিও কার্যক্রম নিয়ে দুর্নীতির তথ্য অবহিত করেন। এ সময় মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান মন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, 'স্যার মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা একবার অস্পষ্ট দেখে এমপিওর আবেদন বাতিল করেন। আরেকবার অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখে বাতিল করেন। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের হাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পদ সৃষ্টির ক্ষমতা। তাদের হাতেই আবার নিয়োগ। তারাই আবার নিয়োগকৃতদের এমপিওভুক্তি করেন। এ কারণেই দুর্নীতি বেশি হয়। ফলে শিক্ষকদের ভোগান্তি বেড়েছে।' মহাপরিচালকের কথা সমর্থন করেন পরিচালক (মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন) ড. সেলিম মিয়া। তিনি বলেন, 'অনলাইন এমপিও কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে থাকায় সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হচ্ছে। উপজেলা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং উপ-পরিচালকের দফতরে দুর্নীতি হচ্ছে। এর একটা সমাধান চাই আমরা।' জানা গেছে, কর্মকর্তাদের কথা শুনে শিক্ষামন্ত্রীও বলেছেন, তার কাছে নানা মাধ্যমে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ আসে। আঞ্চলিক পরিচালকরা কাজকর্মে সংশ্লিষ্ট পরিচালকদের সঙ্গে সমন্বয় করেন না। বিভিন্ন ব্যাপারে দেয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয় না। তিনি এ সময় অনলাইন এমপিওতে দুর্নীতি প্রসঙ্গে আরও বলেন, 'আপনারা কী পদক্ষেপ নিয়েছেন তা আমাকে জানান। নাম দেন আমি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেব?'

মাউশির একাধিক কর্মকর্তা জানান, মাঠ প্রশাসন নিয়ে বেশি কথা হওয়ায় মাউশির ভেতরের দুর্নীতিবাজদের বিষয়টি আলোচনায় ওঠেনি। সংশ্লিষ্টরা চিহ্নিত ওইসব কর্মকর্তার ব্যাপারে রোববারের বৈঠকে ব্যবস্থামূলক সিদ্ধান্ত আশা করেছিলেন। অভিযোগ আছে, উল্লিখিত এমপিও-দুর্নীতির ক্ষেত্রে শিক্ষা কর্মকর্তাদের গডফাদার হিসেবে কাজ করছেন মাউশির মাধ্যমিক শাখার একজন উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক। তারা শিক্ষা ভবনে 'মানিক-জোড়' হিসেবে পরিচিত। অভিযোগ আছে, টাকা ছাড়া সরকারি হাইস্কুলে বদলির আদেশ হয় না। বেসরকারি হাইস্কুল জাতীয়করণের কাজেও নানা হয়রানি-অনিয়মের অভিযোগ আছে। এদের মধ্যে একজন নিজেকে সরকারের শীর্ষপর্যায়ের এক ব্যক্তির এলাকার লোক হিসেবে পরিচয় দেন। ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গত সপ্তাহে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক যুগ্ম সচিবের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ শিক্ষামন্ত্রীর কানেও গেছে। জানা গেছে, এ কারণেই শিক্ষামন্ত্রী সভায় মাউশির কর্মকর্তাদের সেবা প্রার্থীদের সঙ্গে 'ভালো' ব্যবহারের নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, 'কাজ করে দিতে না পারলেও ভালো ব্যবহার করলে মানুষ আপনাদের মনে রাখবে। আর খারাপ ব্যবহার করে কাজ করে দিলেও তা মনে রাখবে না।' শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, মাউশির কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল করতে হবে। কাজে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সততা ও নিষ্ঠা প্রমাণ করতে হবে। তিনি মনিটরিং কার্যক্রম আরও জোরদার করার নির্দেশ দেন। জানা গেছে, মন্ত্রী এ সময় কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ নিয়েও কথা বলেন। তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, একই কর্মকর্তা (বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার) ঘুরেফিরে বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন। মাউশি থেকে যাদের নাম প্রস্তাব করা হয় তাদেরই অনুমোদন দেয়া হয়। অথচ এর জন্য মন্ত্রণালয়ের দুর্নাম হয়। তিনি বলেন, সবাইকেই সুযোগ দিতে হবে। এতে সবারই কাজে উৎসাহ বাড়বে। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছু পরিচালকের (পিডি) অদক্ষতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এ সময় তিনি এ ধরনের কর্মকর্তাদের পরিবর্তনের আভাস দেন। ১৯ জুলাই মাউশির প্রকল্পগুলো নিয়ে একই স্থানে মন্ত্রীর আরেকটি সভা হওয়ার কথা রয়েছে। মাউশি মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইন এবং মাউশির কয়েকজন পরিচালক বক্তৃতা করেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়